গাংনীর সাহারবাটি স্বেচ্চায় রক্তদান সংগঠনের এক যুগে পদার্পণ

“মানুষ মানুষের জন্য,জীবন-জীবনের জন্য’। মনব সেবায় জীবন বিলিয়ে দিলে পাওয়া যায় সৃষ্টি কর্তার সান্নিধ্য। বিভিন্ন বয়সের মানুষের জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন এমন আবেদন প্রায়ই চোখে পড়ে। চোখে পড়ে একজন মূমূর্ষ রোগীকে বাঁচাতে এক ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন। চাহিদা দিয়ে রোগীর স্বজনেরা ছুটে বেড়ায় অনেকের দ্বারেদ্বারে। অনেকেই রক্তের জোগাড় না পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়েন।

এমন মানবিক সেবার ব্রত নিয়ে গাংনী উপজেলার সাহারকবাটি গ্রামে কতিপয় যুবক “সাহারবাটি স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠন” নামে একটি সংগঠন গঠন করেন।

স্বেচ্ছাসেবী এ সংগঠনটি সাহারবাটি গ্রামের যুবক রাকিবুল ইসলাম টুটুল এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। নানা প্রতিকুলতা, বাধাঁ পেরিয়ে সম্প্রতি ১২ বছরে পদার্পণ করেছে। রক্তের জন্য এলাকার মানুষকে আর পেরেশান হতে হয়না। সম্পূর্ণ বিনা খরচে রক্ত পেয়ে থাকেন ভুক্তভোগীরা। প্রত্যন্তাঞ্চলে এমন একটি সংগঠন গঠন করায় এলকার অসংখ্য মানুষ উপকার পেয়ে প্রসংসা দিয়েছেন রক্তদানকারী যুবকদের।

সংগঠনের ১২ বছর পর্দাণে বিভিন্ন মহল থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকজন যুবক প্রথমে সংগঠনের সদস্য হয়ে রক্ত দান কার্যক্রমের মত গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করলে তাদের দেখাদেখি এবং সংঠনের সভাপিত রাকিবুল ইসলামের আহব্বানে অনেক যুবক এখানকার সদস্য হয়েছেন। সদস্যরা নিজেকে মানব সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলকার অনেক উপকারভোগীরা জানান, সাহারবাটি স্বেচ্ছায় রক্তদার সংগঠন মানুষেল কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। এমনই ভাবে প্রতিটি এলাকার যুবকরা রক্তদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। এক ব্যাগ রক্ত বাঁচাতে সাহায্য করবে একটি জীবন।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল সকল সদস্যকে নিয়ে সংগঠনটির বর্ষপুর্তী

অনুষ্ঠান উদযাপন।

অনুষ্ঠানে জানান, ২০০৯ সালে সংগঠনের যাত্রাশুরু। এ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রুপের প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ব্যাগ রক্ত দিয়ে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে সহযোগীতা করা হয়েছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার রয়েছেন যারা রক্ত নেবার জন্য ব্যাগ ক্রয়ের টাকা জোগাড় করতে পারেনি, নিশ্বার্থভাবে তাদের নিজ অর্থে ব্যাগ সরবরাহ করেছেন সংগঠনের সভাপতি।

রাকিবুল ইসলাম বলেন, ভালকাজ করলেও সংগঠনটি কতিপয় মানুষের রোষানলে পড়ে। সংগঠনের বিভিন্ন ছেলেদের নানাভাবে হয়রানী করা হয়। নানা প্রতিকুলতার মোকাবিলা করেও টিকে আছে সাংগঠনিক অবকাঠামো। টিকে আছে স্বেচ্ছায় রক্তদানের সকল কার্যক্রম। যারা মানবসেবাই নিয়োজিত রয়েছেন তাদের জন্য সকলের সহযোগীতা আর দোয়া কামনা করেন তিনি।

মেহেরপুরে সর্বশান্ত হচ্ছে অধিকাংশ বিদেশগামীরা!

আল-আমিন, এম এফ রুপক:
পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য শেষ সম্বল টুকুও হারাতে হচ্ছে বিদেশ নামক সোনার হরিন ধরতে। কারও কারও ভাগ্যের চাকা ঘুরলেও নিঃস্ব হচ্ছেন অনেকেই। মেহেরপুরে লাইসেন্স বিহিন কথিত আদম ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন বিদেশগামীরা। সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে প্রাণও হারাচ্ছেন কেউ কেউ। নিঃস্ব হয়ে পরিবারের সদস্যরা ভাসছে অথৈই সাগরে।

মেহেরপুরের প্রায় প্রতিটির গ্রামেই রয়েছে কমিশন ভিত্তিক দালাল। মোটা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষদের বিদেশে নিয়ে যাওয়ার নাম করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। অবৈধ কোম্পানী, কর্মহীন ভুয়া কোম্পানীর ভিসা কিংবা যে কাজের কথা বলে বিদেশে পাঠানো হয় সে কাজ না দিয়ে অন্য কাজ দেওয়া ইত্যাদি নানা কারনে প্রতারিত হয়ে দেশে ফিরছেন অনেকেই আবার কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে

অবৈধ হয়ে যাচ্ছে প্রবাসে। অর্থ উপার্জনের আশায় শুধু পুরুষরা না মহিলারাও যাচ্ছেন বিদেশে। সেখানে নির্যাতিত হয়ে দেশে ফিরছেন অনেকেই।

আদম দালালের খপ্পরে পড়ে কপাল পুড়েছে কদভানু নামের এক গৃহবধুর। বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঁঝাঁ গ্রামে। স্বামীর নাম আনারুল ইসলাম। আবার পরিবারের কথা ভেবে নির্যাতন সহ্য করে টিকে আছে অনেকেই। এদের মধ্যে রয়েছে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের হাসার আলীর স্ত্রী ঝর্না (ছদ্ব নাম)। রয়েছেন দুবাই।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে জনশক্তি পাঠানোর প্রক্রিয়াটা দালালনির্ভর। তবে তাদের দৌরাত্ম্য যে কতটা প্রকট, তা বেরিয়ে এসেছে এক গবেষণায়। এতে দেখা গেছে, ভিসা কেনাবেচা আর ধাপে ধাপে দালালদের কারণে ৩ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হচ্ছে বিদেশগামীদের। বিষয়গুলো দেখভাল করার কথা প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু উল্টো সেখানেও ঘুষ-বাণিজ্যের অভিযোগ পেয়েছেন গবেষকেরা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত এই গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুর এবং মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে যাওয়া বিদেশগামী পুরুষদের ৯০ শতাংশই দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হচ্ছেন। আর ভিসা বা চাহিদাপত্র কিনতে শুধু ২০১৬ সালে ৫ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। মেহেরপুরে ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে এ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছে ৭ হাজার ৮শ ৯জন।

কেউ কেউ সুখে থাকলেও অনেকেই হারিয়েছেন শেষ সম্বল টুকু। ভুক্তভোগীরা দেশে ফিরে ন্যায় বিচারের আশায় বিভিন্ন দারে দারে ঘুরে বিচার না পেয়ে হতাশায় ভুগছে অনেকেই। আবার অভিযোগের ভিত্তিতে কেউ কেউ আটক হচ্ছেন পুলিশের হাতে। মেহেরপুর প্রতিদিনের বিশেষ অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এইসব আদম দালালের নাম। মেহেরপুরের গাংনী থেকে লিবিয়ায় মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) সদস্যরা। উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের ভোলাডাঙ্গা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রয়েছে সামাদ ধানখোলা ইউপির কসবা মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে এবং ভোলাডাঙ্গা হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। তার নামে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানায় মানব পাচারের অভিযোগে মামলা রয়েছে। সম্প্রতি লিবিয়ায় মানব পাচারকারীদের কাছ থেকে অপহরণের পরে গুলিতে ২৬ জন বাংলাদেশি নিহত ও আহত হন ১১ জন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সামাদ ওই চক্রের সক্রিয় সদস্য বলে স্বীকার করেন।

পড়লেও পুলিশ বলছে, মেহেদী হাসান ও তাঁর অন্য সহযোগীরা দেশে গা ঢাকা দিয়ে আছেন।

গাংনী উপজেলার হিজল বাড়িয়া গ্রামের ইয়াছিন আলীর ছেলে নাহিদ। নাহিদ বিভিন্নভাবে এলাকার সাধারণ মানুষকে ফুসলিয়ে ভুয়া ভিসায় সৌদিতে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে। তার প্রতারণার শিকারে অনেকেই সর্ব শান্ত হয়েছে জানা গেছে। এই নাহিদরে মাধ্যমেই ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ১৭ জন শ্রমিক সৌদিতে পাড়ি জমায়। প্রতারনার শিকার হয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন পার করছিল তারা। এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এ সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর বাংলাদেশ এ্যাম্বাসির সহযোগীতায় দেশে ফেরে তারা। এ ছাড়াও দালালের খপ্পরে পড়ে ১০ লাখ টাকা দিয়ে অবৈধভাবে গ্রীসে যাওয়ার পথে লাশ হতে হয়েছে ইব্রাহিম নামের একজনকে। মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের নুরুল আমিন এর ছেলে ইব্রাহিম।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি জানান, প্রবাসে গিয়ে যারা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন তাদের সহযোগীতার জন্য আলাদাভাবে খোলা হয়েছে প্রবাসী কল্যান হেল্প ডেস্ক। এ ধরনের অভিযোগ আসলে সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। যদি সমাধান না হয় তাহলে আদালতের দারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে প্রবাসে যাওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেন পুলিশ সুপার।

বামন্দীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মাতৃভাষা দিবস পালিত

করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে গাংনী উপজেলার বামন্দী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত ও কবিতা আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস উৎযাপন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সূর্যদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বিদ্যালটির শ্রেণী কক্ষে আয়োজন করা হয় শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্কন ও কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা। পরে বিজয়ীদের মাঝে

পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুকবুল হোসেন, শিক্ষানুরাগী তরুণসহ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা বৃন্দ।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনম্র শ্রদ্ধা, যথাযথ মর্যাদায় অমর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের স্মরণের মাধ্যমে ‘মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ পালিত হয়েছে। ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাংনী উপজেলার সর্বস্তরের মানুষ।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহর ১২টা ১ মিনিটে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সরকারি-বেসরকারি, রাজনীতিকসহ বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ।

প্রথম প্রহরে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্ন্তাাজিতক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে নানা কর্মসুচী পালন করা হয়েছে। ১২ টা ১ মিনিটে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। পরে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের নেতৃত্বে একটি বিশাল র্যালী গাংনীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ।

এসময় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস

উপলক্ষে আলোচনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মস্তফা,ও উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দসহ সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক,মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহামেদ,বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম,মনিরুল ইসলাম মাস্টার,নুরজাহান বেগমসহ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

আলোচনার শুরুতে ভাষা শহীদদের প্রতিশ্রদ্ধা নিবেদনে এক মিনিটের নিরবতা পালনসহ তাদের আত্নার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মোনাজত পরিচালনা করেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগ’র গাংনী উপজেলা কমিটি গঠন

বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগ গাংনী উপজেলা শাখার ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট ৩ বছরের জন্য এ কমিটির ঘোষণা দেন মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি সোহেল রানা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সহ-সভাপতি পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তরুণ আহমেদসহ নেতার্কমীরা।

গাংনী উপজেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি জিয়াউল হক ও আমিরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১বিশিষ্ট কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি মনিরুল হাসান, হেলাল উদ্দিন, রাকিবুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তুষার ইমরান, তুহিন আহমেদ, ফারুক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন সুমন, যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক জিনারুল ইসলাম ও জাকির হোসেন, প্রচার সম্পাদক লিখন, দপ্তর সম্পাদক জাহেদ, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক জাকির

হোসেন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফেরদৌসী খাতুন, যুগ্ম-সম্পাদক ইয়াসমিন মমতাজ চামেলি খাতুন প্রমুখ।

গাংনীতে হিজবুত তাওহীদের এক কর্মী গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ জিয়াউর রহমান ওরফে জিয়া(৩২) নামের এক হিজবুত তাওহীদের কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।

শনিবার ভোর রাতে তাকে তার নিজ বাড়ি বামন্দী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ওই গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে। একটি সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বজলুর রহমান জানান, শুক্রবার বিকালে হিজবুত তাওহীদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার দাবীতে মতবিনিময় সভা শেষে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন কাজিপুর গ্রামের হুমায়ুন কবির (৩২) ও নওদাপাড়া গ্রামের রতন আলী (২১)।

তারা নিশিপুর হিজবুত তাওহীদের জামে মসজিদের সামনে পৌঁছুলে হিজবুত তাওহীদের ২০/ ২৫ জন কর্মী অতর্কিত হামলা চালায় ও মারপিট করে।

এ ঘটনায় হুমায়ুন কবীর বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামী হওয়ায় জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে হেযবুত তওহীদের কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবীতে প্রতিবাদ সভা

হেযবুত তওহীদ সংগঠনের কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবীতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বাদ আছর গাংনী উপজেলা শহরের দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উলামা পরিষদ ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মেহেরপুর জেলা শাখা যৌথভাবে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন উলামা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মুফতি হাফিজুর রহমান। প্রধান মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন উলামা পরিষদের কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ।

প্রধান আলোচক ছিলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সহকারী মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের। বিশেষ মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম কাশেমী, চুয়াডাঙ্গা জেলা উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কামাল কাশেমী।

এ সময় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার বড় আইলচারা বালক-বালিকা মাদ্রাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ খান, চুয়াডাঙ্গা ইসলামী আকিদা সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ তারিক মাহমুদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন, মুফতি শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিবাদ সভাটি সঞ্চালনা করেন মাওলানা সাদেকুর রহমান। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন হেজবুত তওহীদ একটি কুফরী সংগঠন। এ সংগঠনটি ইসলামের ক্ষতি করার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ কার্যক্রম বন্ধ না করলে, আগামীতে কঠোর আন্দোলন করা হবে।

গাংনীতে পানিতে ডুবে প্রতিবন্ধীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে ঝরনা খাতুন (২৭) নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার সকাল ১০ টায় উপজেলার ষোলটাকা ইউপির চেংগাড়া পূর্বপাড়ার আসমা খাতুনের পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঝরনা খাতুন চেংগাড়া গ্রামের আনারুল ইসলামের মেয়ে।
স্থানীয়রা জানান,ঝরনা খাতুনের মরদেহ পুকুরে ভাষতে দেখে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। ধারনা করা হচ্ছে পুকুরপাড় দিয়ে যাওয়ার সময় আকস্মিক ভাবে পড়ে যায়। পরে পুকুরের পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়। ঝরনা খাতুন মানসিক ও বাক প্রতিবন্ধী ছিলেন বলে জানিয়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা।
গাংনী হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক (নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক) জানান,ঝরনা খাতুনকে হাসপাতালে নেওয়ার পূবেই মারা গেছে। ইসিজি রিপোর্ট দেখে মৃত্যু’র বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছি।

গাংনীতে বেড়েছে তামাক চাষ!

স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকলেও গাংনী উপজেলায় ব্যাপক হারে বেড়েছে তামাকচাষ। এরমধ্যে গাংনী উপজেলায় প্রায় ৫৫ ভাগ আবাদী জমিতে তামাকের আবাদ হয়েছে।

বিগত বছর গুলোতে তামাক চাষে অধিক লাভবান হওয়ায় এবং কৃষি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উদাসীনতায় উৎসাহিত হয়েছে তামাক চাষীরা।
জানা গেছে, উৎপাদন খরচ বাদ দিয়েও তামাক চাষীরা বিঘা প্রতি ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকে।

এ সুযোগে তামাক উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো কৃষকের মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

অন্যদিকে, খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জমি তামাক চাষের কাজে অধিক হারে ব্যবহৃত হওয়ায় এবার বোরো চাষ কমে যাচ্ছে।

এতে গাংনী খাদ্য উদ্বৃত্ত উপজেলার স্বীকৃতি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে মারাত্মক ভাবে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জেলা কৃষি উপ-পরিচালক জানান, ২০০১ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী এ জেলায় আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার ১২৪ হেক্টর।

বর্তমানে গাংনী উপজেলায় আবাদি জমির পরিমাণ ২৮ হাজার ৫’শ হেক্টর বলে জানায় গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস।

তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, স্বাভাবিক নিয়মের দ্বিগুণ হারে এ উপজেলায় আবাদি জমির পরিমাণ কমছে। এর প্রধান কারণ অস্বাভাবিক ভাবে নতুন করে গড়ে উঠা ইট ভাটা ও তামাক চাষে ঝুঁকে পড়া। উপজেলায় খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জমি অধিকহারে তামাক চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবার বোরো আবাদ তুলনামূলক কম হওয়ায় গাংনীতে খাদ্য উৎপাদন কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট কৃষি আফিস সূত্রে জানা গেছে, গত মৌসুমে ১৫ হাজার ২৭০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছিল। এ বছর গাংনী অঞ্চলে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি প্রায় ৫ হাজার হেক্টর, ঢাকা টোব্যাকো ৬ হাজার হেক্টর এবং ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ৭ হাজার হেক্টর জমিতে (কমবেশী)তামাক চাষ করা হয়েছে।

গাংনী কৃষি কর্মকর্তারা জানান, সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা গাংনী উপজেলায়। এই উপজেলায় ২৮ হাজার হেক্টর আবাদি জমির মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকের আবাদ হচ্ছে। ভোমরদহ, ধর্মচাকী, ভরাট, দুর্লভপুর, তেতুলবাড়ীয়া, হিন্দা, ইত্যাদি মাঠে প্রচুর তামাক চাষ হয়েছে। এখানকার জমির বর্গামূল্য এমনই যে শুধুমাত্র তামাক চাষকালীন সময়ে (সাড়ে ৪ মাসের জন্য) ১ বিঘা জমিতে ৮ থেকে ১৫ হাজার টাকায় লিজ দেয়া হয়।

স্থানীয় সচেতন মহল বলেন, এভাবে যদি কৃষি বিভাগ উদাসীনতা দেখায় তাহলে সাধারণ চাষিদের তামাক চাষ করা ছাড়া আর উপায় কি? গাংনী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের গাফিলতি, প্রশিক্ষণে স্বজনপ্রীতি, সরকারী প্রণোদনা তালিকা করায় গড়িমসি, আধুনিক যন্ত্রপাতি বিতরণে অনিয়ম, কর্তব্য অবহেলার কারণে এবার

তামাকের চাষে ঝুঁকে পড়ছে এ এলাকার কৃষকরা।

তামাক চাষী গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের লিটন ও ভোমরদহ গ্রামের মোমিনুল এবং মালসাদহ গ্রামের মহিবুল ইসলাম জানান, বিঘা প্রতি জমিতে তামাক চাষে বীজ, সার, কীটনাশক ও পরিচর্যাসহ মোট ব্যয় হয় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা যা তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো সহজ শর্তে সম্পূর্ণ বহন করে। একারণে সাধারণ চাষীরা তামাক চাষে আসক্ত হয়ে পড়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দীন আহাম্মেদ জানান, তামাক চাষে জমির উর্বরতা কমে যায়। এমন একটা সময় আসবে যখন তামাক চাষের ফলে উপজেলায় আর কোন ফসলের চাষ করা সম্ভব হবেনা।

তারপরেও বর্তমানে ধানের বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় চাষীরা বোরো চাষে এগিয়ে আসছে। পাশাপাশি ইতোমধ্যেই অনেক চাষী সবজি চাষে লাভবান হওয়ায় আগ্রহ বাড়ছে। এক সময় এ অঞ্চলে তামাক চাষ কমে আসবে।

গাংনীতে কৃষক লীগের কমিটি গঠন

জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্র সংসদদের সাবেক জিএস ও ভিপি ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বলেছেন অপচর্চা করতে করতে তামাক ঘরে বসে গোডাউনে ও চায়ের দোকানে বসে পকেট কমিটি গঠন করার কারনে আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগ নেই, আওয়ামী লীগ চলে গেছে পকেটে পকেটে।

গতকাল বুধবার বিকেলে গাংনী উপজেলার বামন্দী আখসেন্টার চত্বরে কৃষক লীগের ওয়ার্ড কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, বয়স্ক, বিধবা, মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক সহ সকল সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী সুবিধা ভোগ করছে। অথচ যারা খাইছে তারা গাইছেনা যারা গাইছে তারা খাইছেনা। কৃষকলীগ খাইছেনা কিন্তু তারা গাইছে। কৃষকলীগ সব সময় প্রতিটা ভালো কাজের সাথে থেকে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরতে ভুমিকা রাখবে সেই সাথে দলকে

সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে কাজ করবে এমন নেতৃত্ব আমাদের প্রয়োজন।

বামন্দী ইউনিয়ন কৃষক লীগের আহবায়ক জিয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্ব ও গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সহ সভাপতি প্রভাষক রিয়াজ আহমেদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ, গাংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান, কৃষকলীগ নেতা আজিজুল হক বিশ্বাস, গাংনী পৌর কৃষক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্র নেতা নুর আহমেদ রিন্টু, জাহাঙ্গীর আলম বাদশা, আলাল উদ্দীন রিন্টু, আব্দুস সাত্তার, আবুল বাসার, আব্দুল সালাম প্রমুখ।

পরে আবু বক্করকে সভাপতি ও মিলন হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১ নং ওয়ার্ড এবং মকুল হোসেনকে সভাপতি ও আলমগীর হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২ নং ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়।